পাঠ্যবই সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ শুভম

উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয়

অভিজিৎ মুখার্জী, আরামবাগ ঃ উচ্চমাধ্যমিকে এবার হুগলির জয়জয়কার। প্রথম তিনটি স্থানই এবার হুগলির দখলে। আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্র শুভম সিনহা ৪৮৯ পেয়ে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান দখল করেছে। তার বিষয় ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৪, রসায়নে ৯৬, অঙ্কে ৯৯, পদার্থবিদ্যায় ১০০, জীববিদ্যায় ৯৮। শুভমের বাবা গোপাল সিনহা আরামবাগ মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। মা দীপাদেবী সাধারণ গৃহবধূ। দিদি শুভ্রা ইতিহাসে মাস্টার ডিগ্রি শেষ করে বিএড করছে। শুভমদের আদিবাড়ি পূর্ব বর্ধমানের ছোট বৈনান গ্রামে। বাবার কর্মসূত্রে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই আরামবাগ শহরের উত্তর রবীন্দ্র পল্লীতে বসবাস করেন। শুভম জানায়, তার প্রতিটি বিষয়েই একজন করে গৃহশিক্ষক ছিলেন। তবে সে সবসময়ই পাঠ্যপুস্তক খুঁটিয়ে পড়ার দিকেই জোর দিত। এর জন্য সে বিভিন্ন জার্নালের সাহায্য নিত। টিউশন না থাকলে প্রতিদিন ১৪-১৫ ঘন্টা করে পড়াশোনা করত। এছাড়া বন্ধুদের নিয়ে গ্রুপ স্টাডিও করত। অবসর সময়ে সে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসত। 'কাকাবাবু সমগ্র' তার খুবই প্রিয়। এছাড়া ক্রিকেটেও খুব ভালোবাসে সে। সময় পেলে ক্রিকেট খেলা দেখত। তার প্রিয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। তবে কম্পিউটার গেম সে একেবারেই পছন্দ করে না। শুভম জানায়, ভবিষ্যতে সে চিকিৎসক হতে চায়। ছেলেবেলা থেকেই তার ইচ্ছা চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করবে। তাই বাবা ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও তিনি কখনই ছেলের ইচ্ছায় বাধা দেয়নি। বাবা গোপাল সিনহা জানালেন, আমার আর ওর লাইনের কোনও মিলই নেই। তবে সবসময় ছেলেকে ভালো পড়ার জন্য প্রেরণা দিতাম। ওর নিজের চেষ্টাতেই ওর এই সাফল্য। সবসময় পাঠ্যপুস্তকের উপর জোর দিত। মা দীপাদেবী জানালেন, আশা করেছিলাম ছেলে খুব ভালো রেজাল্ট করবে। ও যেভাবে পরিশ্রম করেছে তার যোগ্য সাফল্য পেয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি। এদিকে টিভিতে রেজাল্ট জানার পরেই শুভমদের বাড়িতে পাড়াপ্রতিবেশিরা ভিড় জমান। সেখানে গিয়ে শুভমকে শুভেচ্ছা জানান আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী। পরে স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীরাও শুভমকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। সেখানে গিয়ে বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা তাকে শুভেচ্ছা জানান। প্রধানশিক্ষক অশোক বৈরাগী বলেন, বরাবরই শুভম স্কুলে প্রথম হয়ে এসেছে। একজন ছাত্রের যা যা ভালো গুণ থাকা দরকার তা ওর মধ্যে সবই রয়েছে। আগামী দিনে ও নামি চিকিৎসক হবে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে কোনও সন্দেহ নেই।

ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় মায়াঙ্ক

উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে শ্রীরামপুর মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম স্কুলের মায়াঙ্ক চ্যাটার্জী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২। পড়াশোনা করে সে বাবার মতোই ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তার বাড়ি উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কোন্নগর ক্রাইপার এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তার পরিবার পরিজন ও এলাকাবাসী আনন্দের জোয়ার ভেসে যান। এটা যেন প্রত্যাশিতই ছিল। তাই অন্যান্য দিনের মতো টিউশন নিতে সকালেই কলকাতার মিন্টপার্কে যায় মায়াঙ্ক। বাবা যদুপতি চ্যাটার্জী সিএসসি-র ইঞ্জিনিয়ার। মা শুভ্রা চ্যাটার্জী গৃহবধূ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠ হয়েছিল সে। পড়াশোনার বিষয়ে প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল মায়াঙ্ক। দৈনিক ৯-১০ ঘন্টা পড়াশোনা করত সে। এছাড়াও তার প্রতিটি বিষয়ের জন্যই ছিল গৃহশিক্ষক। মা শুভ্রাদেবী বলেন, পড়াশোনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যন্ত তিনি মায়াঙ্ককে সাহায্য করেছিলেন। তবে একাদশ শ্রেণি থেকে বাবা যদুপতিবাবুই তাকে সাহায্য করতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি গল্পের বই পড়া ও গান শোনা ছিল তার একমাত্র নেশা। ছেলের প্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অবসর সময় পেলেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বই পড়তে ভালোবাসত মায়াঙ্ক। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বইয়ের প্রতিও তার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। একই সঙ্গে ফুটবল খেলতে ভালোবাসত সে। বিশেষ করে স্কুলের মধ্যেই মায়াঙ্ক ফুটবল খেলত। শুভ্রাদেবী বলেন, ছেলের মধ্যে টিভি দেখার কোনও ঝোঁক ছিল না। মায়াঙ্ক জানিয়েছে, মাধ্যমিকে ষষ্ঠ হওয়ার পরে থেকেই স্কুলের শিক্ষকদের তার প্রতি নতুন প্রত্যাশা জন্মায়। সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্যই সে চেষ্টা চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে। তার এই সাফল্যের পিছনে তার বাবা-মা, গৃহশিক্ষকের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

গোঘাটে মারাংবুরুর পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট থানার পশ্চিম অমরপুরে সিধুকানু আদ্যাশক্তি গাঁওতার উদ্যোগে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল মারাংবুরুর পুজো। এদিন সকালে এক শোভাযাত্রাসহকারে ঘট উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই উপলক্ষ্যে সারাদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যে প্রথম স্থানাধিকারির ৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর জন্য ৩ হাজার টাকা ও তৃতীয় স্থানাধিকারির জন্য ২ হাজার টাকার পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানস মজুমদার, তৃণমূল নেতা আবু ওয়েস ও আব্দুল রহিম প্রমুখ। বিধায়ক মানস মজুমদার সিধুকানুর ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। আগামী দিনে এধরনের অনুষ্ঠানে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দাদু-দিদার জন্যই সাফল্য ঃ অনন্যা

উচ্চমাধ্যমিকে নবম

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট ঃ মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকেও মেধা তালিকায় স্থান করে নিল হুগলির গোঘাট। এবার গোঘাটের বেঙ্গাই হাইস্কুলের ছাত্রী অনন্যা নেমো মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১। বাংলায় ৯৯, ইংরেজিতে ৯৫, ফিলোজফিতে ৯৯, নিউট্রিশনে ৯৪, ভূগোলে ৯১ এবং এ্যাগ্রোনমিতে ৯৪। অনন্যা টেস্ট পরীক্ষায় পেয়েছিল ৪৩০। তাই ভালো ফল আশা করলেও একেবারে যে মেধা তালিকায় স্থান করে নেবে তা ভাবেনি। অনন্যার বাড়ি বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার চকচিল গ্রামে। তবে সে ছোটবেলা থেকেই গোঘাটের বেঙ্গাইয়ে মামার বাড়িতে মানুষ। কারণ অনন্যার বাবা অমরেশ নেমো ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। এখানে ওখানে বদলির চাকরি হওয়ায় অনন্যা মামা বাড়িতেই পড়াশোনা শুরু করে। বর্তমানে বাবা সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে ইন্দাসে একটি ব্যাঙ্কে সার্ভিস করেন। মা বর্ণালীদেবী সাধারণ গৃহবধূ। অনন্যারা দুই বোন। ছোট বোন নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। অনন্যার দাদু শান্তিমোহন দে গোঘাটের গড়মান্দারণ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। দাদু এবং দিদার অভিভাবকত্বেই অনন্যা সবসময় পড়াশোনা করেছে। অনন্যা জানায় প্রতিটি বিষয়েই তার প্রাইভেট টিউটর ছিল। তবে সমস্ত কিছুই একবার দাদুর কাছে দেখিয়ে না নিলে মনের তৃপ্তি আসত না। ঘড়ি ধরে নিয়ম করে কখনও পড়াশোনা করেনি সে। যখন ভালো লাগত তখন সে পড়াশোনা করত। সবসময় দিদা পাশে বসে থেকে প্রেরণা দিতেন। অনন্যা জানায়, অবসরে সে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। যে কোনও ধরনের গল্পের বই তার খুব প্রিয়। আর সে গান শোনে। খেলাধূলার প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই। তার প্রিয় বিষয় ইংরেজি। তাই সে এবার ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে অধ্যাপিকা হবে। দাদু শান্তিমোহন দে জানালেন, ছোট থেকেই ওর পড়াশোনার প্রতি ভীষণ টান। স্কুলে বা টিউশনিতে ভালো করে পড়লেও বাড়িতে এসে আমার কাছে একবার দেখিয়ে নিত। এবার টেস্ট পরীক্ষায় খুব ভালো ফল হয়নি। যদিও ফাইনালে ভালোই রেজাল্ট হবে আশা করেছিলাম। তবে একেবারে মেধা তালিকায় স্থান পাবে ভাবিনি। তাই ভীষণ ভালো লাগছে। এদিকে অনন্যার এই সাফল্যে পাড়া প্রতিবেশিরাও বেঙ্গাইয়ের বাড়িতে ভিড় করেছেন। ফোনে অনেকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিধায়ক মানস মজুমদার বাড়িতে গিয়ে তাকে সম্বর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন। অন্যদিকে বেঙ্গাই হাইস্কুল থেকে বহু দিন পর মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ায় সেখানেও খুশির হাওয়া। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক তপন মণ্ডল জানালেন, অনন্যা যে এবার ভালো ফল করবে তা আগে থেকেই আশা করেছিলাম। মেধা তালিকায় জায়গা করে নেওয়ায় আরও ভালো লাগছে। ওর জন্য আমরা সকলেই গর্বিত।

খানাকুলে বিজেপির মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মঙ্গলবার হুগলির খানাকুল ২নং বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে উন্নয়ন, বেকারদের চাকরিসহ কয়েক দফা দাবি নিয়ে মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়।উপস্থিত ছিলেন বিজেপির হুগলি জেলা যুব মোর্চার সভাপতি কিষাণ শা, সহসভাপতি বিমল ঘোষ, সদস্য সুশান্ত ঘোষ, স্থানীয় নেতা বিকাশ দোলুই প্রমুখ। নন্দনপুর রথতলা থেকে মিছিল শুরু হয়ে কামারশাল মোড়, রাজহাটী বাজার হয়ে মধ্যারঙ্গে শেষ হয়। এদিনের মিছিলে কর্মী সমর্থকদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক উৎসাহী কর্মী সমর্থক এদিনের মিছিলে যোগ দেন।

উচ্চমাধ্যমিকে বাণিজ্য বিভাগে রাজ্যের সম্ভাব্য সেরা দিব্যদীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ বাণিজ্য বিভাগেও যে ভালো ফল করে মেধা তালিকায় স্থান করে নেওয়া যায় তা প্রমাণ করে দিল হুগলির উত্তরপাড়ার রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র দিব্যদীপ চট্টোপাধ্যায়। সম্ভবত সে সারা রাজ্যে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে সে চ্যাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হবে। দিব্যদীপের বাড়ি হাওড়া জেলার বালির পি কে গাঙ্গুলী রোডে। সকালে টিভিতে নাম ঘোষণার পর থেকেই তাদের গাঙ্গুলী রোডের বাড়িতে খুশির উৎসব শুরু হয়েছে। প্রতিবেশিদের শুভেচ্ছায় ভেসে যাচ্ছে সে। একের পর এক ফোনেও আসছে শুভেচ্ছা। তার স্কুলেও আনন্দে মেতেছে সহপাঠীরা। স্কুলের শিক্ষকরাও মধ্যেও তার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত।

ছেলে পাশ করলেও বাড়িতে শোকের ছায়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরেও শোকের ছায়া দেখা গিয়েছে। হুগলির চন্দননগর গোন্দলপাড়ায় মরান রোডের দীপক কুমার সেন ও করবী সেনের ছেলে অয়ন সেন এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ৩৪৯ নম্বর নিয়ে চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। মঙ্গলবার এই খবর এলাকাতে জানাজানি হতে এলাকাবাসীর মনে শোকের ছায়া নেমে আসে। অন্যদিকে চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে অয়ন সেনের মৃত্যুর জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর অয়নের মৃত্যুর জন্য বিদ্যালয়ে নীরবতা পালন করা হয়। এরপর ছাত্রদের হাতে মার্কসিট তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত ৯ মে চন্দননগর স্যুইমিং পুলে সাঁতার শিখতে গিয়ে অয়নের মৃত্যু হয়েছিল।

দারিদ্রকে জয় করে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে প্রিয়াঙ্কা

সৌরভ রায় ● খানাকুল

ছোটবেলা থেকেই প্রবল দারিদ্র ও প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে এবার মাধ্যমিকে ৬৩০ নম্বর পেয়ে সকলেক চমকে দিয়েছে হুগলির খানাকুলের নতিবপুর ভূদেব বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রিয়াঙ্কা বাংলায় ৮৮, ইংরাজিতে ৮৭, গণিতে ৯৯, বৌতবিজ্ঞানে ৯১, জীবনবিজ্ঞানে ৯৪, ইতিহাসে ৯০ ও ভূগোলে ৮১ নম্বর পেয়ে শুধু পরিবারের লোকজনকেই নয়, সমগ্র এলাকাসহ নিজের স্কুলকেও গৌরবান্বিত করেছে। প্রিয়াঙ্কার বাবা তাপস মণ্ডল পেশায় রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন ও মা মিতা মণ্ডল বাড়ির কাজ সামলানোর সাথে সাথে বাড়িতেই জরির কাজ করে স্বামীকে আর্থিকভাবে কিছুটা সহযোগিতা করেন। জানা গেছে, অভাবের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে খেতে এতদিনে নিজেদের মাথা গোজার জন্য বাড়িটুকুও করে উঠতে পারেননি তাপসবাবু। ভাই সনৎ মণ্ডলের দয়ায় তাঁর বাড়ির একটি অংশে কোনওক্রমে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বাস করেন তিনি। প্রবল দারিদ্রের মধ্যে ছেলে সৌরভ ও মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেননি তিনি। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় কয়েক বছর আগে পড়া ছেড়ে কাঠের কাজ করতে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে সৌরভ, এবার হয়ত মেয়ে প্রিয়াঙ্কার পালা। ফলে আর্থিক সাচ্ছন্দ না থাকায় এতদিনের লড়াই বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে প্রিয়াঙ্কার। এদিন খানাকুলের বলপাই গ্রামে কাকার বাড়ির দাওয়ায় বসে সেই কথাই শোনাল সে। সংসারের দারিদ্র ঘোচাতে ছোট থেকেই প্রিয়াঙ্কাকে বাবার কাজে সাহায্য করার ফাঁকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও পিছিয়ে পড়েনি সে। বড় হয়ে ডাক্তারি পাশ করে দারিদ্রের কারণে চিকিৎসা না পাওয়া গরিব অসহায় মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার তাড়া তাকে সর্বক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে দারিদ্রের সাথে লড়াই করতে সহযোগিতা করে এসেছে। পড়তে ভালোবাসে সে। বইপড়ার মধ্যে দিয়েই তার সে আনন্দ খুঁজে পায়। তাই বাড়ির কাজকর্মের থেকে কিছুটা সময় পেলেই বিভিন্ন ধরনের বই নিয়ে পড়তে বসে যায় প্রিয়াঙ্কা। তাই পরীক্ষার আগেও কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে পড়তে পারেনি সে। বাড়ির কাজে সাহায্য করতে করতেই পড়তে হয়েছে তাকে। যদিও এতকিছুর পরেও বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতির চাপে প্রয়োজন পড়লে পড়া বন্ধ করে দিতে হলে তা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই তার কাছে বলে দাবি প্রিয়াঙ্কার। এদিকে মেয়ের সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত প্রিয়াঙ্কার বাবা তাপসবাবু। ঘটনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছোটো থেকেই পড়াশোনার বিষয়ে মেয়ে খুব আগ্রহ। বই নিয়ে থাকতেই ও বেশি সাচ্ছন্দবোধ করত। বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায় মেয়ে কিন্তু আমার এত পড়ানোর সামর্থ্য নেই। ভাইদের দয়ায় তাঁদের বাড়িতে আছি। কোথা থেকে মেয়ের পড়ার শখ মেটাবো জানি না। কোনওরকমে সহযোগিতা না পেলে মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনেক কিছু করছেন, আমাদের মতো পরিবারের জন্য কি তিনি কিছুই করবেন না। প্রিয়াঙ্কার শিক্ষক তথা নতিবপুর ভূদেব বিদ্যালয়ের শিক্ষক মানস সামন্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে বলেন, প্রিয়াঙ্কা আমাদের স্কুলের ছাত্রী। প্রথম থেকেই ও পড়াশোনায় খুব ভালো। ওর মধ্যে বড় হওয়ার একটা জেদ আছে। ক্লাসে কখনোই ওকে অমনযোগী হতে দেখিনি। কিন্তু আর্থিক প্রতিকূলতার জেরে এত ভাল প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত নয়। আমরা আমাদের তরফ থেকে যতটা সম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। বর্তমানে এই প্রিয়াঙ্কার মতো কতশত অসহায় প্রিয়াঙ্কারা এই আশায় দিন গুনছে যদি কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাদের মতো মেয়েদের হাতে আরও বই তুলে দেন, পড়ার সুযোগ করে দেয়। ডাক্তার হয়ে পরিবারকে দারিদ্রের হাত থেকে রক্ষা করতে সহযোগিতা করে।

যোগাযোগ- ৯৫৯৩২৩৭৩২৬

রং মেলান্তি এসো রং করি
অঙ্কন প্রতিযোগিতা
যোগাযোগ
7407450600
7407450077
Arrange by CITA AD- VENTURE
পুরস্কার
১ম-১০,০০০ (স্কুলকে-৫০০০)
২য়-৭,০০০
৩য়-৫,০০০,
২৫টি সান্ত্বনা ৩টি গ্রুপ

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান